Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 14th Sept 1955 { ১৮শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলা

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রাত লাইন প্রাত বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি :

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭॥০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

দেরাসতুল্লার কেরেস্তানী

—০—

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা লইয়া দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আজ সেই ঘটনার অনুরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া পাঠকবর্গকে সেই গল্পটি শুনাইতেছি। সে বৎসর টাকায় ৵৭ সাত সের চাউল পাওয়া গেলেও খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা গিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষকে লোকে সাত-সেরা আকাল বলিত।

দেশ ইংরাজের অধীন। ইংরাজরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদ্রী সাহেবরা জেলায় জেলায় খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া চৌরাস্তার মোড়ে, হাটে, বাজারে যেখানে বহুলোকের সমাগম হয়, সেই সব স্থানে বক্তৃতা করিয়া, গান করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় এক পাদ্রী তাঁহার দুইজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সহকারীকে সঙ্গে লইয়া গান ও বক্তৃতা করিতেছেন। দেরাসতুল্লা নামক জনৈক মুসলমান চারিদিন ধরিয়া অনাহারে দিনপাত করিতেছে। যেখানে সাহেব বক্তৃতা করিতেছেন, দেরাসতুল্লা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া সজলচক্ষে হাঁ করিয়া সাহেবের দিকে চাহিয়া আছে। সাহেব তাহার চক্ষে জল দেখিয়া দেরাসতুল্লাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কাঁদিতেছ কেন? দেরাসতুল্লা মূর্খ হইলেও বুদ্ধি করিয়া উত্তর দিল—হুজুর যিশু কেরেস্তানের কথা আর একালে ও পরকালে আনন্দের কথা আপনার মুখে শুনিয়া আমার কেরেস্তান হবার খায়েস হয়েছে। পাদ্রী সাহেব সে অঞ্চলে একজনও মুসলমানকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই। দেরাসতুল্লার কথা শুনিয়া বহুদিনের আশা পূর্ণ হইবে আশায় দেরাসতুল্লাকে তাঁহার (পাদ্রীর) বাংলোতে যাইতে বলিলেন। সাহেবের প্রচারকার্য্য সেদিনের মত শেষ করিয়া যখন বাংলোতে চলিলেন দেরাসতুল্লা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সাহেবকে সেলাম দিল। দেরাসতুল্লার খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের ব্যাপার গেজেটে প্রকাশ করিয়া, একদিন স্থানীয় গীর্জায় যথারীতি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিয়া ব্যাপ্তাইজিত (Baptised) করিলেন। দেরাসতুল্লার পিতামাতার দেওয়া নাম ঘুচিয়া খ্রীষ্টান নাম হইল স্যামুয়েল। স্যামুয়েলকে পাদ্রী সাহেব উপস্থিত অনাহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার (সাহেবের) বাংলোতে স্থান দিলেন। পাদ্রী সাহেবের একটি বাবুর্চি ও একটি ঘোড়ার সহিস আছে, মুসলমানকে খ্রীষ্টান করিয়া আর একজন লোককে অন্ততঃ যতদিন চাউল সস্তা না হয় ততদিনের জন্য আশ্রয় দিতে হইল। সাহেব রোজ সকালবেলা স্যামুয়েলকে দুটি টাকা দিয়া তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার দেন। স্যামুয়েল একটাকা বার আনার বাজার করিয়া প্রত্যহ চারি আনা করিয়া উপার্জ্জন করিতে লাগিল। মাস তিনেক কাটিয়া গেল। একদিন সাহেব স্যামুয়েলকে বলিলেন—দেখ স্যামুয়েল আজ বাবুর্চির জ্বর হইয়াছে। তুমি আমার টেবিল বাইস আর তার সঙ্গে একটা ডিম সিদ্ধ ক'রে দিবে, আমি তাই খাব। পারবে তো? স্যামুয়েল বলিল—পারবো হুজুর। ঠিক বাবুর্চির মত ভাত ও ডিম সিদ্ধ করিয়া দিল। যতদিন বাবুর্চির জ্বর ছিল, ততদিন স্যামুয়েলই তার কাজ চালাইয়া দিল। স্যামুয়েল তখন বাজারও করে রান্নাও করে। বাবুর্চি আরোগ্য হইলে স্যামুয়েল তার নিজের কাজই করিত। একদিন ঘোড়ার সহিস অনুপস্থিত হইল। পাদ্রী সাহেব স্যামুয়েলকে বলিলেন—দেখ স্যামুয়েল ঘোড়াটা আজ ঘাস পাবে না। তুমি যে কয়দিন সহিস গরহাজির থাকে খুরপীটি নিয়ে ঘাস ছিলে আন্‌বে। আহা জীবটি উপোস থাকবে।

এইবার ঘোড়ার ঘাস ছিলে আনার কথায় স্যামুয়েল মনে মনে চটিল। তখন স্যামুয়েল প্রতি মাসে সাড়ে সাত টাকা উপরি রোজগার করিয়া ২০।২৫ টাকার মানুষ হইয়াছে। বাজারে ব্রহ্ম দেশের চাউল আমদানী হইয়া টাকায় ১০ সের হিসাবে আতপের ক্ষুদ কিনিতে পাওয়া যাইতেছে। সাহেবকে স্যামুয়েল ঘাস কাটার হুকুমে জবাব করিল হুজুর যদি ঘোড়ার ঘাসই ছিলিতে হইবে তবে আমার আল্লা কি দোষ করেছিল? এই বলে সাহেবকে সেলাম দিয়া নিজের জিনিস পত্তর নিয়ে মসজিদে আসিয়া মুসলমানী আমলের বেরাদারদের জানাইল ভাই আমি কেরেস্তানী তোবা করিয়া আবার ইসলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইব। যথারীতি হাদিসের হুকুমমত তোবা করিয়া স্যামুয়েল আবার দেরাসতুল্লা হইয়া মুখভরা দাড়ি রাখিয়া মসজিদে নামাজ সুরু করিল।

পশ্চিম বঙ্গের আইনসভার কতিপয় বিরোধী দলের সদস্য শাসনভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসের দলে যোগ দিয়া কয়েকদিন পরেই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থাপিত বিলের বিষক্রিয়া উপলব্ধি করিয়া নিজেরা এবং পুরাতন কংগ্রেসীদের দলে টানিয়া সংখ্যায় প্রায় ৮০ জনকে এক স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভাবী নির্ব্বাচনে কামনিষ্ঠ দল দেশের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যে শুল্ক চাপানোর খুঁৎ দেখাইয়া নির্ব্বাচিত হওয়ার বদলে নির্ব্বাসিত হইয়া সমস্ত আশা নির্ব্বাপিত করিয়া দিবার পরোক্ষ ভয় দেখাইয়া দেশলাই, কেরোসিন, সরষেতেল প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে এবং গঠিত স্বর্ণালঙ্কারকে বিলের আওতা হইতে বাদ দিবার মত প্রকাশে বাধ্য করিয়াছেন। কাজেই স্যামুয়েলের দল দেরাসতুল্লা হইবার অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইলেন। "সত্যমেব জয়তে" জিন্দাবাদ।

বাহবা পশ্চিম বাংলা

বাংলা দেশে একটি পুরাতন প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"উকীল খোঁজে মোকদ্দমা,
কোকিলে বসন্ত চায়।
অগ্রদানী নিত্য গণে—
কোন্ দিকে কে গঙ্গা পায়।
সাধু খোঁজে পরমার্থ
লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়
গোলমালেতে রেস্ত মেলে,
হাটের মিঞা হুজুগ চায়।"

এই প্রবাদের সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলা। আমরা একখানি সংবাদপত্র হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ দিতেছি—

"বিহার কমিশন"

"বিহারে ছাত্রদের উপর গুলি চালনার তদন্তের জন্য কমিশন বসিয়াছে। পাটনার এডভোকেটরা ছাত্রদের পক্ষ সমর্থনের জন্য একটি Legal Aid কমিটি তৈরি করিয়াছেন। আমরা পাটনা হইতে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম যে বিহারের এডভোকেট-জেনারেল এই তদন্তে সরকার পক্ষ সমর্থনে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। বিহার গভর্ণমেণ্ট তখন উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্টকে চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের এডভোকেট-জেনারেল অথবা ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে পাঠাইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে ইহার জন্য উপযুক্ত ফী দেওয়া হইবে। উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। তখন চিঠি আসে ডাঃ রায়ের নিকট। তিনি এডভোকেট-জেনারেলকে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি অস্বীকার করেন। এই সংবাদ পাইয়া সিনিয়র ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ডাঃ রায় তাঁহার নাম পাঠাইয়া দেন। আমরা মনে করি কোন বাঙ্গালীর পক্ষে পাটনার ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ সমর্থন করিতে যাওয়া বিহার-বঙ্গ সম্পর্ক এবং বিহারের বাঙ্গালীদের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে না।

দান ও প্রতিগ্রহ

দুই বন্ধু জীবিকানির্ব্বাহের জন্য একই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা প্রকাশ্যে লোককে দেখাইত যে ব্রহ্মচর্য্যই তাহাদের ব্রত কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মকে মাথায় রাখিয়া "চর্য্য"এর 'চ'এ ঔকার দিয়া চৌর্য্যকেই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে উভয়ে পৃথক পৃথক ব্যবসা চালাইতেছে। একজন একটি ঘটী চুরি করিয়া সেটি বিক্রয় করিবার জন্য চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ক্রেতার অন্বেষণে ব্যস্ত। এমন সময়ে সে দেখিল তাহার সমব্যবসায়ী বন্ধু একটি প্রকাণ্ড ঘোটকে চড়িয়া চৌরাস্তায় উপস্থিত হইল। ঘটীর মালিক ঘোটকের মালিককে ইঙ্গিতে জানাইল যে এই জীবটি লইয়া কাহাকে অনুগৃহীত করিয়াছে। ঘোড়সওয়ার বন্ধু উত্তর দিল যে সে আর পাপ ব্যবসা করে না। হরিহরছত্র মেলা হইতে কিনিয়া আনিয়া দেহাতে বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। ঘটীর মালিক তাহা শুনিয়া বলিল—ভাই, ঘোড়া কিনেছ কিন্তু ঘোড়াটি দোষা ঘোড়া যারা জানে তারা কিনিতে রাজি হবে না। ঘোড়ার উপর হইতে বন্ধুটি নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঘোড়ার কি দোষ আছে? ঘটী-ওয়ালা তার ঘটীটি মাটিতে রাখিয়া বলিল ঘোড়ায় চড়ে চালিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি—এর কি দোষ। বন্ধুকে ঘোড়া চড়িতে দিবা মাত্র সে ঘটী রাখিয়া জোরে চাবুক মারিয়া ঘোড়াকে ছুটাইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বন্ধুটি বুঝিল বন্ধু তাহার দোষা ঘোড়া চালাইয়া দিবে। তখন তাহার পরিত্যক্ত ঘটীটি লইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—যাঃ, লোকসান হয়নি, যতকের কেনা ঘোড়া তত দামেই বেচলাম—লাভের মধ্যে এই ঘটীটি বলিয়া সেইটি লইয়া গৃহে ফিরিল।

সেদিন আইনসভায় এক কমিউনিষ্ট সদস্য পুলিশের গুণাগুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছিলেন তিনি অযথা পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া তাঁহার ফাউণ্টেন কলমটি পুলিশকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। দয়ালু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁহার কলম-বিয়োগে সমবেদনা দেখাইয়া তাঁহার (মন্ত্রীর) জন্মদিনে বিনামূল্যে উপহার পাওয়া একটী ফাউণ্টেন কলম যততে কেনা ততেই দিয়া লাভের মধ্যে দাতা নাম পাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কারণ কমিউনিষ্ট সভ্যটি দান লইলেন না। সুযোগ পাইয়াও মন্ত্রী মহাশয়ের দাতা হওয়া হইল না।

কো-অর্ডিনেসন মিটিং

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটের সময় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের খাস-কামরার সম্মুখস্থ বারান্দায় মহকুমার উন্নতিমূলক বিষয়ে আলোচনার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের জেলার অধিকর্ত্তা, জেলার প্রচার অধিকর্ত্তা, মহকুমার গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয়গণ ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেণে মহিষ কাটা পড়ায় যাত্রিগণের দুর্ভোগ

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে ২নং এ-ডি ডাউন ট্রেণ মণিগ্রাম ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূর যাওয়ার পর একটী মহিষ কাটা পড়ে। তখন লাইন পরিষ্কার করার জন্য আজিমগঞ্জে ফোন করা হয়। আজিমগঞ্জ হইতে ট্রলি যোগে লোক আসিয়া মহিষটীকে রেল লাইন হইতে সরান ব্যাপারে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। ট্রেণের যাত্রি-গণকে দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।

গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহ ও মলমূত্র নিষ্কাশনের জন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে মেদিনী-পুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি—এই নয়টি জেলার প্রতিটি জেলায় ১০০টি গ্রাম নিয়ে এক-একটি কেন্দ্র গঠন ক'রে নয়টি কেন্দ্রে কাজ শুরু করা হবে। যে গ্রামের লোকসংখ্যা ২৫০ সেখানে একটি নলকূপ, যে গ্রামের লোকসংখ্যা ৫০০ সেখানে দু'টি—এমনি ক'রে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

নিমতিতা এষ্টেট

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জগতাই গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় রাধিকালাল চৌধুরীর পুত্র শ্রীরমারঞ্জন চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করায় তিনি আমাদের আমমোক্তার রহিলেন না। এক্ষণে তাঁহার কৃত কার্য্যাদি আমাদের কৃত কার্য্যরূপে আর গণ্য হইবে না। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩৬২ সাল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী,
স্বাঃ নিমতিতা।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দর রূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তাঁতের কাপড়

শুধু টেকসই-ই নয় সস্তাও বটে

তবে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা চাই

পছন্দমত সব রকমের তাঁতের কাপড়
আমাদের কাছে সব সময়েই পাবেন।
দুই বা তদূর্দ্ধ টাকার জিনিষ একসঙ্গে
কিনলে টাকায় এক আনা
কমিশন দেওয়া হয়।

আপনাদের সহযোগিতাকামী—

ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কন্‌জিউমারস্ কো-অপারেটিভ ষ্টোরস লিঃ

(গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত)

জঙ্গীপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

"হ্যানিম্যান হল"

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ, বই, চশমা এবং ডাক্তারী সরঞ্জামাদি কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। আপনার প্রয়োজনীয় ঔষধ অন্যত্র ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে বুঝিতে পারিবেন তুলনায় কত সস্তা। ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ও সুলভে ঔষধ সরবরাহ করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

হ্যানিম্যান হল
হোমিও কেমিষ্ট ও পাবলিশর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ।

ফরক্কা খেজুরিয়া রোপ ওয়ে

কেন্দ্রীয় সরকার ফরক্কা ও খেজুরিয়ার মধ্যে রজ্জু-পথ নির্ম্মাণের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য সম্প্রতি ১৪০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মধ্যে রজ্জুপথে সংযোগ স্থাপিত হইলে কলিকাতার সহিত উত্তর বঙ্গের জেলাগুলির মাল আনা-লওয়ার সুযোগ হইবে।

১৯৪০ সালের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ আইন সম্পর্কে
এবং
জঙ্গীপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সম্পর্কে

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আমি উপরোক্ত নামীয় কো-অপারেটিভ সোসাইটীর ৩০-৬-৫৫ শেষান্তিক বৎসরের সংবিধিবদ্ধ হিসাব পরীক্ষার কাজ সুরু করিয়াছি; সুতরাং উপরোক্ত সোসাইটীর প্রত্যেক আমানতকারী, পাওনাদার, দেনদার এবং সদস্যকে তাঁহার নিজ নিজ পাওনা এবং/অথবা দেনার ব্যালেন্স এবং অংশের ব্যালেন্স (৩০-৬-৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত) যেরূপ হইতে পারে তাহা ২৩-৯-৫৫ তারিখ হইতে ২৮-৯-৫৫ পর্য্যন্ত রঘুনাথগঞ্জস্থিত সোসাইটীর অফিসে, অফিস খোলা থাকা কালে, আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

উপরোক্ত মর্ম্মে প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথক নোটীশ সমর্থন-সূচক চিরকুটও (verification slip) পাঠান হইতেছে। কোন আমানতকারী, পাওনাদার বা দেনাদার সমর্থন-সূচক চিরকুট না পাইলে ২৮-৯-৫৫ তারিখের মধ্যে আমার নিকট রিপোর্ট করিবেন।

শ্রীরমণীমোহন কুণ্ডু
অডিটর, কো-অপারেটিভ সোসাইটীস্
জিয়াগঞ্জ।
অডিট অফিসার।
১০।৯।৫৫

পূর্ণপাত্র
শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুজয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

M.P. 643

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা
"ভোলানাথ ধাম" — ৩৩।২, বিডনষ্ট্রীট, ও ২৭, সিনাগগ. ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩১—১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ববৃহৎ পাদুকা প্রতিষ্ঠান "বাটার দোকানে" জুতা কিনলে ঠকতে হয় না।

আপনাদের বিশ্বস্ত *"বাটার দোকান"*—রঘুনাথগঞ্জে হয়েছে এবং নূতন ডিজাইনের সুন্দর ও মজবুত, দামেও সস্তা—ছোট ছেলে-মেয়ে ও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ সকল মাপের জুতা এখানে পাবেন। আপনারা সপরিবারে আসুন।

এজেন্ট বাটা সু কোঃ লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ (চাউলপট্টি)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই অক্টোবর ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১৭৮ খাং ডিঃ মনোহর দাস মহান্ত দেং সাইদুল বিশ্বাস দিং দাবি ২৮৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শিমুলতলা ১-১৫ শতকের কাত ১৸৶৩ আঃ ১১০৲ খং ১৮

১৭৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৯৸৶০ থানা ঐ মৌজে কৃষ্ণসাইল ২-৮৮ শতকের কাত ৬৶০ আঃ ২৫০৲ খং ১১

১৭৬ খাং ডিঃ ঐ দেং তরুলতা দেবী দাবি ১৭৸৯ মৌজাদি ঐ ১-৯৭ শতকের কাত ১৸১ আঃ ১৮০৲ খং ৯১

২০৮ খাং ডিঃ আবুল হোসেন দেং দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় দাবি ১৬/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শ্রীকান্তবাটী ৪০ শতকের কাত ১৲ আঃ ৩৫৲ খং ৩৭ রায়ত স্থিতিবান।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৫৭ মনি ডিঃ মনিরুদ্দিন সেখ দিং দেং উমাপদ ঘোষ দিং দাবি ১৭৩৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৯ শতকের কাত ১৫৷০ আঃ ২০০৲ খং ৪৯৭ স্বত্ব দখলকার বসত প্রজা

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)